তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

কালের কণ্ঠ

‘শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ভালো শিক্ষক দরকার’

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে আগে ভালো শিক্ষক দরকার; বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি কমিশন গঠনের কথা বলা আছে; কিন্তু তা আজও গঠন করতে পারিনি। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভাবা হচ্ছে না

ড. ছিদ্দিকুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. ছিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, ‘শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে আগে ভালো শিক্ষক দরকার, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি কমিশন গঠনের কথা বলা আছে; কিন্তু তা আজও গঠন করতে পারিনি।’ বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভাবা হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শনিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টিফোরের টক শো জনতন্ত্র-গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে ‘শিক্ষাব্যবস্থার হালচাল’ বিষয়ে আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন।

রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় টক শোতে ড. ছিদ্দিকুর রহমান আরো বলেন, সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যেসব ভুলের ঘটনা ঘটেছে, তা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। শিক্ষকরা প্রশ্নে ভুল করবেন—এটা মেনে নেওয়া যায় না। মন্ত্রণালয়ও এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। তিনি বলেন, বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল-কলেজ সরকারীকরণের সরকারি উদ্যোগ অবশ্যই ভালো কথা। তবে এই সরকারীকরণ বেছে বেছে করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কেন ক্যাডার দিতে হবে। তাঁরা গেজেটেড অফিসার হলেই যথেষ্ট। তবে সব প্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষক নিশ্চিত করতে সব শিক্ষককে যেকোনো স্থানে বদলির নিয়ম চালু থাকতে হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব শাহেদুল কবির চৌধুরী বলেন, ‘দেশে তিন শতাধিক বেসরকারি কলেজ সরকারীকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। এসব কলেজের ১৮ থেকে ২০ হাজার শিক্ষককে ক্যাডারভুক্ত করলে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। হয়তো তাঁরা একসময় আমাদের সঙ্গে পিএসসির নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু তাতে সুযোগ পাননি। অথচ এ ধরনের শিক্ষকরা যখন বেসরকারি কলেজ থেকে জাতীয়করণের সুযোগে ক্যাডারভুক্ত হবেন, তাঁদের জন্য আমাদের পদোন্নতি, পদায়ন ক্ষুণ্ন হবে। তাহলে তো এত কষ্ট করে পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।’ তিনি বলেন, ‘জাতীয়করণের মাধ্যমে কি লাখ লাখ শিক্ষক ক্যাডারে আসবেন? শিক্ষানীতিতে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বিধিমালা তৈরির কথা বলা আছে; কিন্তু তা এখনো হয়নি। আমাদের এখন একটাই দাবি, জাতীয়করণের মাধ্যমে আসা শিক্ষকদের জন্য আলাদা বিধিমালা করতে হবে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমস্যাসংকুল হতে হতে সার্বিকভাবে বিশৃঙ্খলায় পড়েছে। কিন্তু এটা কেন হলো, তা খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তো বিভিন্ন সময়ে উন্নত হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। বেসরকারি কলেজ সরকারীকরণ হচ্ছে। পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা থাকলেও এ উদ্যোগ ভালো। জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে এ উদ্যোগ সফল করতে আরো অনেক কিছু করা দরকার। রাজনৈতিক দল রাজনীতি করবে; কিন্তু তারা যেন ভালো কাজ করে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা আনন্দের সঙ্গে পড়াবেন। শিক্ষার্থীরাও আনন্দের সঙ্গে পড়ালেখা করবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সে আনন্দ মাটি করে দিচ্ছে। এটা বাদ দিতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, পরীক্ষার প্রশ্ন কেন ফাঁস হবে? সবখানে অরাজকতা চলছে। তিনি বলেন, ‘শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ছাড়া কিছু করতে পারব না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন, ল্যাব, মেধাবী শিক্ষকসহ আনুষঙ্গিক সব কিছু থাকা দরকার। শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ শতাংশ না ঢাললে কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা পাওয়া যাবে না।’

বুয়েটের অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ বলেন, ‘দেশের শিক্ষার মান নিয়ে আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। আগে এ দেশে অনেক বিদেশি পড়তে আসত, এখন অনেক পিছিয়ে পড়ছি। আমরা বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারছিই না। এ অবস্থার অবশ্যই উন্নতি করতে হবে। তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।’

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. শামসুজ্জামান খান বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেন হেফাজত-জঙ্গিবাদের চাপের মুখে থাকবে? দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো বিজ্ঞানমুখী ও আধুনিক করতে হবে, যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।